بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪২৪
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাণী

মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে আমি বাংলাভাষীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, জববার, শফিউরসহ নাম না জানা শহীদদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবীতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যিনি পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ঐতিহাসিক প্রস্তাব তুলে ধরেন। আমি স্মরণ করি ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ইতিহাসের পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চির কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। যথাযথ চর্চা, সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশ্বে আজ বহুভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জন করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে বহুভাষী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব - মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ ফাল্গুন ১৪২৪
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাণী

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে।

আজকের এই দিনে আমি ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জাতির পিতা। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত নয় বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, দল-মত নির্বিশেষে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখি। সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি সকল ভাষা শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯ ফাল্গুন ১৪২৪

বাণী

আজ মহান ২১ ফেব্রুয়ারি। জাতীয়ভাবে এ দিনটি আমরা 'শহীদ দিবস' এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করি। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ সকল ভাষা শহিদকে।

আজকের দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার সম্মোহনী নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। স্মরণ করছি ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দিনটি যেদিন জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত বাংলায় ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের কাছে বাংলাভাষাকে তুলে ধরেন।

গত প্রায় ২০ বছর ধরে ইউনেস্কো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'টি পালন করে আসছে। ২০১৮ সালে এ আয়োজনের প্রতিপাদ্য হলো 'ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষিকতার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস। এছাড়া, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৭০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্থাটি অত্যন্ত সাহসের সাথে এ বছর ঘোষণা করে যে, ভাষাভিত্তিক কোন বৈষম্য করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে জাতিগত পরিচয় ও ভাষার ভিত্তিতে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা সংগঠিত হয় ও গড়ে তোলে ৫২'র ভাষা আন্দোলন।

প্রকৃতপক্ষে, একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ মাতৃভাষার জন্য সেই আন্দোলনেই প্রোথিত হয়েছিল। কালের আবর্তনে দেশ গঠনের প্রতিটি স্তরে অমর একুশ তাই আজ আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণার আধার। দিবসটি হয়ে উঠেছে নবপ্রজন্মের শুভ চেতনার উন্মেষের অন্যতম সমার্থক শব্দ; অন্যায়, অবিচার, গোঁড়ামি ও মৌলবাদসহ সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। আমি ঐতিহাসিক এই দিনে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে প্রবাসীদের বিভিন্ন উদ্যোগ ও আয়োজনকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আসুন, আমরা অমর একুশের মহান চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে, তাঁর প্রনীত 'রূপকল্প-২০২১' ও রূপকল্প-২০৪১' এর আলোকে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি-আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি)

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯ ফাল্গুন ১৪২৪

বাণী

বছর ঘুরে আবারও আমাদের দরজায় হাজির হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি - মহান 'শহিদ' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ১৯৫২ সালের এ দিনে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ বাংলার সংগ্রামী যুবকগণ। ভাষা-আন্দোলন ছিল একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও পূর্বপ্রস্তুতি। এ যুদ্ধের অর্জন ও বিজয় আমাদের সাহস যুগিয়েছে সামনে এগিয়ে যেতে। একুশের চেতনা আমাদের প্রাণে যে বিদ্রোহের দাবানল ও অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছে তার আলোকবর্তিকা হলো ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

একুশের এ মহান দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর কালজয়ী নেতৃত্বে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার ভিত্তিতে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষা-ভাষীর কাছে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৫২'র 'অমর একুশে' এখন সারা বিশ্বে উদযাপিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী উদ্যোগ ও প্রাজ্ঞনেতৃত্ব এবং প্রবাসী বাঙালিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষাকে এই গৌরবময় স্বীকৃতি দেয়।

অমর একুশ শাণিত করে আমাদের দেশপ্রেমের চেতনাকে। দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশের মাটিতেও তা উদ্‌যাপন সমান ভূমিকা রাখে। তাই অভিনন্দন রইল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাসের কূটনীতিক ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের বাইরে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারিসহ সকল জাতীয় দিবস। আর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে স্বদেশের উন্নয়নে অবদান রাখা এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করার জন্য প্রবাসী ভাইবোনদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ রূপান্তরিত করবো - আসুন, আজকের মহান দিনে এই শপথ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এম.পি

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd